মুরলী

শ্রীসারদাপ্রসাদ ঠাকুর রচিত।

উৎসর্গপত্র।

বহুমানভাজন শ্রদ্ধেয় সুকবি ও ঔপন্যাসিক

শ্রীযুত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

সুহৃদ্বর করকমলেষু।

যে "মানস-সরোবরে"—"হৃদয়-লহরী"
"প্রফুল্ল-নির্ম্মাল্য" দিয়া সাজা'ল সুন্দর,
"মানস-কুঞ্জের" মাঝে বসিয়া যে জন
"গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস" ধর্ম্ম দেখা'ল জগতে ;
"কুম্ভকর্ণী-নিদ্রা" তত্ত্বে "জীবন-বীমায়"
"পাঁচ-ইয়ারের" রঙ্গে রঙ্গ-ব্যঙ্গ যা'র ;
"হিতবাণী" শুনাইল যে সিদ্ধ সাধক
"নবীনের সংসারেতে" কশা যা'র করে—
"শুভকর্ম্মে গদ্য পদ্য" যাহার কৌতুক,
"জলপ্লাবনের" দৃশ্যে যে কাঁদে কাঁদায় ;
যা'র অভিনব সৃষ্টি "সমরে সেবক",
সিদ্ধ হস্তে যে বাজায় "মুরজ-মুরলী"—
সে সাহিত্য-মহারথী মুনীন্দ্রের করে
সাধের "মুরলী" মম দিলাম সাদরে।

গুণমুগ্ধ

শ্রীসারদাপ্রসাদ ঠাকুর।

মুখবন্ধ।

যে মুরলী যমুনা-পুলিনে বাজিত, এ "মুরলী" সে মুরলী নহে—তবে মুরলী-ধারীর নাম কীর্ত্তন, মহিম্নস্তব, এ সাধের "মুরলী" কতক পরিমাণে করিতে পারে। মুরলীর যাঁহারা ভক্ত, তাঁহাদের প্রীত্যর্থেই আমার এ "মুরলী" রব—তাহা ক্ষীণ হইলেও তাহাতে ব্যাকুলতা আছে। ব্যাকুল হইয়া না ডাকিলে সাধনার ধনের সন্ধান পাওয়া যায় না। এ "মুরলী" ধ্বনি আমার আকুল আহ্বান। সে আহ্বান অন্যের ভাল না লাগিলেও আমার "সর্ব্বময়" ; হয়ত একদিন তাহাতে বিচলিত হইবেন, আকৃষ্ট হইবেন—হয়ত একদিন আমার হৃদয়-বৃন্দাবনে বিহার করিবেন—আর আমি কৃত-কৃতার্থ হইব। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় "মুরলী" রবে আমি আপনাকে আপনি জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করি-তেছি। আমার স্বগণ ও অন্যান্য শত্রু মিত্রও যদি আমার কর্কশ রবে জাগিয়া উঠেন, তাহা হইলে আমি অধিকতর ধন্য হইব। ক্ষুদ্র আমি আমার বলিবার শক্তি নাই—

যদি হরি স্মরণে সরসংমনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্।

দীন ভিখারী আমি—"মুরলী" ধ্বনি দ্বারে দ্বারে করিব ; যাঁহার ইচ্ছা, তিনি শুনিবেন ; যিনি তাহাতে প্রীত হইবেন না, তিনি না হয় আমাকে তাড়াইয়া দিবেন। দুঃখ কিসের ? ইতি—

দীনাতিদীন
সারদাপ্রসাদ।

উপহার-পৃষ্ঠা।

শ্রী ____________________

____

____

____

১

বিরহে।

মিশ্র-ভূপালি—দাদ্‌রা।

কোথা' আছ হে বঁধূ
বারেকের তরে আসিয়া দেখা দাও হে।
কোন্ নিরালায় আছ হে বসিয়া
কেমনে কি ছল পাতি হে।
কিশোরী কিশোরী—বাঁশরি ফুকারি'
বারেক সাড়া দাও হে।
তোমার বিরহে জীবন না রহে
শুনহে মাধব বুঝ হে।
হৃদি-সরোবরে তুমি প্রফুল্ল-কমল,
বিষাদের মাঝে তুমি আনন্দ-হিল্লোল—
এত যে মমতা, এত ভালবাসা,
এসেছি হে বঁধূ ল'য়ে কত আশা,
দিওনা যাতনা মরমবেদনা
পরাণে শেল বাজে হে।

মিলন।

ঝিঝিট-খাম্বাজ—একতালা।

মধুর মধুর মন্দ পবনে,
মধুর বাঁশরী বাজিছে সঘনে,
মধুরে মজিয়া মুরলীর তানে
নাচি'ছে যমুনা মলয়া সনে।
রাধা রাধা রব পশিতে শ্রবণে
ধাইল কিশোরী আইল পুলিনে
দরশিতে শ্যাম জীবন জীবনে
(মরি) বাসনা পূরিত পরাণে।
সারি সারি সারি গোপকুমারী
চাঁদমালা যেন চারিদিকে ঘেরি'
তা'র মাঝে শোভে কিশোর-কিশোরী
(মরি) শত বিধু জিনি' কিরণে।
নাচে সুখে শিখী সে রূপ নেহারি,
গায় শুক সারি যুগল মাধুরী,
জয় জয় জয় কিশোর-কিশোরী
(মরি) জয় জয় গান ভরিল বিপিনে।

৩

প্রেমের-সাগর।

মিশ্র-কীর্ত্তন—একতালা।

সুধীর শান্ত ক্ষমাবন্ত
কে তুমি হে—
ভুলোকে প্রেম পুলকে মাতালে হে।
জগত মোহিল
ভুবন গাহিল
অমিয়-সাগরে ভাসিয়া হে।
পতিত পাতকী
কেহ নহে বাকী
সবে শমনেরে ফাঁকি দিল হে।
কে তুমি কে তুমি নদীয়ার মাঝে
আপনি কাঁদিয়া কাঁদাও হে।
বিশ্ব-নাগর প্রেম-সাগর
বুঝি গৌর গুণাকর হে;
হরিনাম গুণ সদা সঙ্কীর্ত্তন
সঙ্কীর্ত্তন-রস-বিভোর হে।

৪

নিবেদন।

দেশ-কীর্ত্তন—একতালা।

নদীয়া-পুরন্দর সুন্দর নটবর
গৌর নাগর-বর হে।
তোমার রূপের নাহি নাহি ওর
ওহে প্রাণবল্লভ হে।
দেখিনি নয়নে
কখনও ভাবিনি
ও রূপ ধ্যানেতে
আসেনি হে;
শ্রবণে শুনেছি, আপনি মজেছি
তুমি অপরূপ মনোহর হে।
তুমি প্রাণনাথ কি মনচোর
আমি কেমনে জানিব হে।
তুমি আছ হে অন্তরে
যেওনা অন্তরে
ডাকিলে সাড়া দিও হে
(আমি) ডাকিলে সাড়া দিও হে।

৫

আকাঙ্ক্ষা।

পরজ-মিশ্রিত কীর্ত্তন—একতালা।

শুধু চেয়ে র'ব মুখ পানে—
সারাটী রজনী, শুন গুণমণি
আমি পলক-বিহীন নয়নে।
কুলের কামিনী
কলঙ্ক না মানি'
শরণ লইনু চরণে।
তুমি মোর জ্ঞান,
তুমি মোর ধ্যান,
আর কিছু নাহি মোর;
এস এস সখা
দিলে যদি দেখা,
ও রূপে হইনু ভোর।
বসিতে আসন,
কি দিব এমন
এস, ব'স হৃদি' পরে;
বাহুযুগে বাঁধি'
রাখি নিরবধি

চুমি ও অধর 'পরে।
ভাঙ্গা বুক খানি
রেখেছি হে পাতি'
তোমার কামনা করি';
হৃদয় ভরেছি
প্রেম-সিন্ধু-নীরে
সিনা'ব যতন করি'।
স্ফুরিত চিকুরে
মুছাইব তব
রাতুল চরণ তল;
তাপিত পরাণ
করিব শীতল
লভিব তীরথ ফল।
তুমি গো আমার,
আমি গো তোমার,
জীবনে অথবা মরণে,
তুমি মোর সব,
তুমি বিনা শব
আমি গো শয়নে স্বপনে।

৬

রূপোন্মাদিনী।

কালেংড়া—একতালা।

কেনরে যোগীরে হেরে
অনঙ্গে অঙ্গ শিহরে।
জ্বর জ্বর কলেবর
ও বর আঁখির শরে।
হেরিয়া ও যোগীবরে
শ্যামরূপ মনে পড়ে
কি আছে উপায় সখি বল বল রে

৭

ভিক্ষা।

রামকেলী—আড়া।

মান ভিক্ষা দেহ রাধে।
সাজিয়াছি যোগী, সখি,
আমি কি গো সাধে!
মান ভিক্ষা দেহি মে মানময়ি,
কুরু মে কৃপাং রাধে;
"স্মর গরল খণ্ডনং
মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লব মুদারম্।"
বাদ নাহি সাধ প্রেম সাধে।

৮

প্রশ্ন।

যোগিয়া—কাওয়ালী।

কে গো বিদেশিনী,
কেন বিষাদিনী,
দাঁড়ায়ে কুঞ্জের দ্বারে।
কিবা দুখরাশি
বল গো প্রকাশি,
কি ব্যথা মরম মাঝারে।
তব মুখ হেরে,
শ্যাম মনে পড়ে,
(আমি) জ্বর জ্বর ওগো স্মর-শরে।
কে তুমি ললনা,
বল না, বল না
কহ গো সরল অন্তরে।
ওগো বিদেশিনী,
আমি পাগলিনী
যাচি পরিচয় সকাতরে
কহ পরিচয় রাধারে।

৯

তত্ত্বকথা।

খাম্বাজ—একতালা।

কে রচিল ব্রহ্মাণ্ড বিশাল—
কি স্বরূপ তাঁ'র কে বলিবে বল !
কত কথা শুনি, করি কাণাকাণি
কেহ বলে ধ'ল কেহ বলে কাল।
তিনি সাকার কি নিরাকার,
কে জানে সে স্বরূপ সমাচার,
সেই সত্য সনাতন পুরুষ কি নারী
কে জানে আমায় বল, বল, বল।
কহ মোরে তাঁ'র কোথায় বসতি,
কখন কি ভাবে কোথা' তাঁ'র স্থিতি,
জানিতে সে তত্ত্ব চিত ব্যাকুলিত,
চিদানন্দ তিনি বিরাট বিপুল।
কেহ বলে তিনি হ'ন সর্ব্বব্যাপী
জীবে শিব তিনি উদ্ধারেন পাপী
যদি দেখা পাই, সব ভুলে যাই,
অনায়াসে ভেদি ছার মর্ম্মস্থল।

১০

চিতা ও চিন্তা।

জংলা—একতাল।।

সুন্দর সুন্দর প্রকৃতি সুন্দর
সুন্দরে সুন্দর মিশিল রে।
জগত সুন্দর আকাশ সুন্দর
নবমীর চাঁদ সুন্দর রে।
কাল মেঘ আসি,' আবরিল দিশি
পবন হাঁকিল কি তান রে।
হরিল পবন ভামিনীর এক
নবনী-কোমল জীবন রে।
ঝরিল নয়ন বিষাদ মগন
বসিনু তটিনী-তটেতে রে।
প্রিয়া-মুখ-শশী ভাবিতে ভাবিতে
পাগল পারা যে হইনু রে।
সকলি ফুরা'ল স্মৃতি যে রহিল;
যাতনা মর্ম্ম বেদনা রে।
ধিকি ধিকি জ্বলে মরমের তলে
চিতা ও চিন্তা অনল রে।

১১

সৰ্ব্বময়।

ভৈরবী—ঢিমে তেতলা।

কুমতি সুমতি হরি,
তোমারি কৃত।
তোমারি চক্রে চক্রপাণি
ঘুরিতেছি অবিরত।
তুমি যা' করাও হরি,
তখনই তা' আমি করি,
তুমি না করিলে হরি
আমি কি করিতে পারি—
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম কি জানি অচ্যুত!
হে অব্যয় হে অনন্ত
কে পায় তোমার অন্ত
কৃতান্ত যে শান্ত হয়
স্মরিলে হে জগন্নাথ।
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্য, তুমি রসাতল,
(তুমি) ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল,
(তুমি) অচল চলাচল
তোমাতেই সব বিরাজিত।

১২

ব্যাকুলতা।

ললিত-ভৈরবী—একতালা।

কৈ কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, কুঞ্জে এল কৈ।
প্রাণ নাহি রহে আর প্রাণকৃষ্ণ বই॥
শ্যামের বিরহ শমন সমান
বিরহ-অনলে বাঁচে কি পরাণ,
অবলা সহিব কত গো যাতনা
বলনা বলনা ও প্রাণ সই॥
কুঞ্জ-কুটীর যতনে সাজানু
বনফুল তুলি' মালা যে গাঁথিনু
যামিনী যাপিতে শয়ন রচিনু
প্রাণেশ আইল কৈ॥
বিফল আশা বিফল সকলি
শুকা'ল, ঝরিল কুসুমের কলি,
বল গো সজনি শ্যাম গুণমণি
আইল হেথায় কৈ॥

১৩

রঙ্গিণী।

ধানসী—যৎ।

কে তুমি গো বিদেশিনী,
কাহার রমণী,
চেনা যেন মুখখানি ;
ওগো শ্যামাঙ্গিনী
অনঙ্গ রূপিনী,
শ্যাম অনুরূপিনী।
অঙ্গ ভঙ্গী বাঁকা
ফুলতনু ঢাকা
সকলি কালার মত।
চাহনি, চলন,
কানুর মতন
নখে ঝরে চাঁদ শত—
হৃদয়ে ধরিতে
সাধ যায় চিতে,
আমি যে কৃষ্ণ-ভাবিনী।
শ্যাম ভাবিয়া
রাখিব ধরিয়া
তোমারে হৃদয়ে ধনি।

১৪

নিবারণ।

ইমন-পুরবী—কাওয়ালী।

শ্যাম চরণ ধরিয়ে কর একি রঙ্গ।
করেছি বাসনা ছাড়িতে তব সঙ্গ।
করি' প্রেম সাধ
ঘটেছে বিষাদ
সাধে বাধ সাধিলে ত্রিভঙ্গ।
যাও শঠরাজ,
নাহি তব লাজ,
করি মানা ছুঁইও না আমার এ অঙ্গ।

১৫

আহ্বান।

মিশ্র-ভেঁরো—দাদ্‌রা।

চন্দ্র কিরণ হইল মলিন
উঠ কৃষ্ণ চন্দ্র হে।
মেল মেল চারু আঁখি
গাহে শুক সারী হে।
পূরব গগনে
উজল কিরণে
উদিল নবীন ভানু হে।

কুঞ্জে কুঞ্জে
ভ্রমর গুঞ্জে
মধুর মধুর লোভে হে।
অলস ত্যজিয়া
উঠলো জাগিয়া
শ্যাম সোহাগিনী হে।
পোহাইল রাতি
উঠ রসবতি,
উঠ উঠ দোঁহে হে।

১৬

প্রাণ-জুড়ায়।

ভৈরবী—মধ্যমান।

গোধন লয়ে রাখাল রাজা
কে যায় কে যায়।
চরণে চরণ দিয়ে বাঁশরী বাজায়।
শিরে বাঁধা শিখি চূড়া,
চারু অঙ্গে পীত ধড়া
কি মোহন গুঞ্জ বেড়া
হেরে নয়ন জুড়ায়।
অধরে মুরলী বাজে
ভাল সেজেছে রাখাল সাজে
রাধে রাধে বাঁশী বাজে
শুনে মন প্রাণ জুড়ায়।

অভয়-যাচ্ঞা

কীর্ত্তন—একতালা।

জয় বিশ্বম্ভর নদীয়া সুন্দর
ভূবন পাবন কারণ হে
অনাথ বান্ধব তুমি হে মাধব
সর্ব্ব অবতার সার হে।
গৌর কলেবর
হেম মহীধর,
শুদ্ধ সুবরণ শাশ্বত হে।
ললিত কীর্ত্তন
ললিত নর্ত্তন,
পুলক স্পন্দন ললিত হে।
কি হবে কি হবে
ভয়ে মরি ভেবে,
নিজ গুণে নাথ উদ্ধার হে।
তার হে তারক
নিখিল পালক,
মম সম ভীত জীবে হে।

১৮

রূপ

কীর্ত্তন—একতালা।

সুন্দর মদন মোহন বেশম্।
তরুণ অরুণ চরণ কিরণ
ইন্দু বদনে মৃদু মধুর হাসম্।
মরকত মুকুর মুখ-পঙ্কজ
মুরলী মুখরিত ললিত তানম্।
পুলকিত যমুনা
চঞ্চল গমনা
ধীরি ধীরি বহে উজানম্।
নয়ন খঞ্জন
অঞ্জন গঞ্জন,
মনোহর তিলক রসালম্।
মঞ্জীর রঞ্জিত
মুকুতা খচিত
শোভিত কোমল চরণ কমলম্।
সুকেশ কুঞ্চিত
শিখণ্ড ভূষিত,
গণ্ড সুশোভিত—বিশাল ভালম্।

গ্রীবাবলম্বন
চুম্বিত চরণ
বিলম্বিত সুন্দর বনফুল হারম্।
শ্রীকর বলয়,
কুণ্ডল মণিময়
কনক কিঙ্কিনী কটিতট বাসম্।
মগ্ন ভবপঙ্কে
সারদা আতঙ্কে
কুরু করুণা—কৃপা অবশেষম্।

১৯

মঙ্গল গীতি

মিশ্র-ইমন—একতালা।

পীতাম্বর নীল কলেবর
সুন্দর নয়ন রঞ্জন।
ললিত মাধুরী ঝরিছে অঙ্গে
(সে) নিখিল জন রঞ্জন।
মুগ্ধ জগত
চন্দ্রমা শত
মোহিত চরণ ছন্দে
দেব দানব
যক্ষ মানব
নিখিল ভূবন বন্দে।
সে যে গো অতুল
নাহি তা'র তুল
ভুল ছন্দ বন্ধন।
গাহিব সতত
(তাঁর) মঙ্গল গীত
করিব সে নাম কীর্ত্তন।

২০

এস গো কিশোরী এস গো।

কীর্ত্তন-ইমন-পূরবী—একতালা।

এস গো কিশোরী এস গো কিশোরী
কিশোরী আমার প্রাণ।
আকুল বাঁশী
গগন পরশি'
ছাড়িল ললিত তান।
অবলার হৃদি,
মরম যে ছেদি
করিল গো খান খান।
মাতাইয়া প্রাণ
কুল মজানে
বাঁশরী তুলিল তান

২১

মুরলী রবে।

মুলতান—আড়াঠেকা।

মোহন মুরলী বাজে।
কালিন্দীর কুলে সাঁঝে সকালে
গুরু গুরু হিয়ার মাঝে।
বাজে রাধা ব'লে,
ভাসি নয়ন জলে,
বাজের অধিক বাজে।
কেমনে গো যাই
উপায় যে নাই,
রহি গুরুজন মাঝে।
উদাস বাঁশী
করিল উদাসী
বিমনা যে গৃহকাজে।
সরম ভরম
সকলি গেল যে
কুলবালার কি তা' সাজে।
ঐ বাজে মুরলী বাজে॥

২২

আশাপথে।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

আছি আশা-পথ চাহিয়া—
বিরহ শয়নে শুইয়া।
কণ্টক সমান কুসুম শয়ন
সারানিশি জাগি কাঁদিয়া।
পঞ্চমের তানে
এ লতা-বিতানে
বিয়োগে বেহাগ গাহিয়া।
পূরিত পূলকে
আশার আলোকে
আঁধার গেল গো কাটিয়া।
মরমের ব্যথা
সরমে আবরি'
আবেগে আকুল হইয়া।
কোথা' বাজে বাঁশী
যাই দেখে আসি
ধরি গিয়ে তা'রে খুঁজিয়া।

২৩

পরাণ শীতল করহে।

লগ্নী-পাহাড়ী—খৎ

এস হে বঁধূ এস হে।
স্বপনে হারাণ আমার রতন
আঁখি ভরি' তোমায় দেখি হে
দিবস যে গেল
যামিনী পোহাল
নিশিভোরে তুমি এলে হে—
কত যে যাতনা
তুমি ত জান না
মরমে আমার আছে হে।
আশাপথ চেয়ে
তোমারে স্মরিয়ে
আকুল নয়নে কাঁদি হে—
কোমল চরণ
শীতল পরশে
পরাণ শীতল কর হে।

২৪

সোহাগ।

তুক্কী-কীর্ত্তন—একতালা।

মরি মরি কিবা নেহার সুন্দর
যুগল কিশোর কিশোরী;
নবীন নীরদে চমকে চপলা
তুলিয়া ভাবের লহরী।
কুঞ্জ কাননে ফুটিয়াছে ফুল
মধুর সুবাস বিতরি',
মধু পরিমল মধুর শীতল
বিকাশে মদন-মঞ্জরী।
কুসুম-আসন করিল রচন
যতেক ব্রজের সুন্দরী,
সোহাগ করিয়া বঁধূরে লইয়া
করিল পিরীতি চাতুরী।

২৫

নীরাশা।

ললিত-ভৈরবী—ঢিমে তেতলা।

শুকা'ল শুকা'ল মালতির মাল
গন্ধহীন যে চন্দন,
পূরব গগনে আলোকে ঝলকে
শিথিল কবরী বন্ধন।
মলিন চাঁদিমা গগনের গায়,
নলিনী নয়ন মেলিয়া যে চায়,
শাখীশিরে ওই শুক সারি গায়
প্রেম-সুখে নাচে খঞ্জন।
নয়নের বারি নয়নে শুকা'ল,
শূন্য পরাণে বিরহ জাগিল,
তবুত এল না করিয়া ছলনা
বুঝিল না ব্যথা বেদন।

২৬

অনুরোধ।

টৌড়ী—যৎ।

মনে রেখ দে'খ দে'খ
এস এস প্রাণ সখা ;
বিষাদিনী ভাসি নীরে
পুনঃ কিহে পাব দেখা।
মোহন মুরতী তব
হৃদয়ে রহিল আঁকা ;
পূজিব মানসে তব
চরণ শরণ মাথা।
খুলে গেছে প্রাণ মন
সরমে যা' ছিল ঢাকা,
নয়নে হৃদয়ে কভু
মুছিবে না রূপ রেখা।

২৭

তৃপ্তি।

ভৈরবী—একতালা।

মন-বন মম পুলকিত করি'
মন-বাঁশী একবার বাজত ;
হৃদয়-কন্দরে প্রেমের ঝঙ্কারে
রাধে রাধে একবার গাহত' ।
হৃদয় আকাশে নীলিমার মাঝে
শারদ চাঁদিমা হাসত' ;
হৃদয়-তটিনী কল কল নাদে
দুকুল উছলি' বহত' ।
মন-বন বিহারী কিশোর কিশোরী
হৃদি-বৃন্দাবনে হেরত ;
নবঘন মাঝে বিজলীর ছটা
মন নয়ন হেরত ।
নবীন নীরদ গরজি' মধুর
বরষি শীতল করত',
ত্রিতাপে তাপিত কলুষিত চিত
শান্তি বারিতে মুছত' ।

২৮

মেঘে মেঘে গেল বেলা।

ভৈরবী—একতালা।

ও মন, দেখ্‌তে এসে ভবের মেলা
করলে তুমি ছেলে খেলা।
আপন ভুলে মায়ায় পড়ে
করলে কত বৃথা সলা।
মরণ পথে যাত্রী কত
সঙ্গী গেল কত শত,
বাজে কাজে দিন হারা'লে
আসল্ কাজে ক'রে হেলা।
জ্বালায় জ্বালায় হ'লে সারা
কাজ না হ'ল তোমার সারা
জীবন সারা রইলে ব'সে
মেঘে মেঘে গেল বেলা।

২৯

টুটল ভ্রান্তি।

মিশ্র-কীর্ত্তন—খং।

আওয়ে নটবর,
বাওয়ে সুন্দর,
ঘন বেণু তান রসাল।
হিয়া মাহ পৈঠল
রূপ নিরমল,
আকুল পন্থে দরশাল।
মুরতি উজর,
শ্যাম মনোহর,
কিয়ে নব জলধর কান্তি।
চাতক এ চিত
ভৈল তিরপিত,
টুটল মরীচিকা ভ্রান্তি।
অপরূপ রূপ,
রসিক ভূপ,
পিউ বঁধূ নন্দ দুলাল
আও মেরি কান্ত
তোঁহারি একান্ত
কুরু করুণা শরণ্য পাল।

৩০

মানস।

মিশ্র বেহাগ—একতালা।

কেহে নটবর বেশে,
কে রমণী তব পাশে,
মুরলী অধরে মধুর ঝঙ্কারে
রাধা রাধা ব'লে নয়ন ভাসে।
ও রূপ মাধুরী নয়নে নিরখি
আজি মম সফল যুগল আঁখি,
হৃদয় শতদলে যুগলে রাখি
মম নিরন্তর অন্তর হেরিতে মানসে।
চিনেও চিনিতে নারিনু তোমারে
ধরা দিতে তুমি না চাও কা'রে,
ভক্তের ভক্তিতে দাও ধরা অনায়াসে।
সেই ভক্তিকণা দাও কাল সোনা,
ধরিলে তোমারে ঘুচিবে যাতনা,
শ্রীনন্দনন্দন পুরাও এ কামনা
দাও শ্রীচরণ এ অধম দাসে।

নিষেধ।

বেহাগ-কীর্ত্তন—খং।

নিঠুর নটবর তাপিত কলেবর
তব অকরুণ শ্রীকর পরশে।
চতুর হে সর সর, আমি দুখে জ্বর জ্বর,
আর সুখ নাহি তব দরশে॥
অঙ্গ অবশ রঙ্গে শিহরে,
সঙ্গ তোমার পুলক বিতরে;
সব তেয়াগিয়া হইনু যে শব
ডুবা'লে তুমি গো কি রসে।
যারে আঁজর জ্বলনে জ্বর জ্বর
সুশীতল নাহি তব হিম কর পরশে।

৩২

কি আর কহব আন।

খাম্বাজ কীর্ত্তন মধ্যমান।

মুগ্ধ মঝুমন পাওয়ে দরশন
ভাওয়ে কুঞ্জ ভবন।
সুধা বরিষণ মধুর বচন
শান্ত ভৈল প্রাণ॥
শ্রীকর পরশে ভরল হরষে
ভোলেই সাদর সম্ভাষে
তব দরশে নীরস সরসে
ফুটল শতদল জীবন কান্ত।
দগ্ধ হৃদয় শিক্ত হইল
উদল নব বসন্ত।
বিরহ বিধুরে নিতল মধুর
তুঁহা বধু মম প্রাণ।
মধুর যামিনী আকুল ভামিনী
কি আর কহব আন।

৩৩

বাসর সজ্জা।

সিন্ধু-খাম্বাজ—খং।

এসহে বধূ এস বাসরে।
সুশোভিত করি ফুলদল দিয়া
তুষিতে যদি পারি তোমারে।
অগুরুর বাস,
তুমি ভালবাস,
শ্যাম কলেবর করিব চর্চ্চিত,
সাজা'ব তোমায় বনফুল হারে।
এস নিভৃত কুঞ্জে
ব'স পুলক পুঞ্জে
কত আশে আমি রয়েছি বসিয়া
ধোয়াতে চরণ আঁখি ধারে।
এস এস হে
বস বস হে
হৃদয়ে আমি পেতেছি আসন
তৃষিত তুমি গো হইবে শান্ত আমার প্রেমের নীরে।

৩৪

বিপদ।

মিশ্র-কীর্ত্তন—ত্রিতালী।

সখি, না এল কালা কুঞ্জে।
রজনী পোহা'ল মন আশা বিফল
বঁধূ যে গো চন্দ্রাবলী কুঞ্জে।
কনক কিরণ তপন প্রকাশে,
মলিন চন্দ্রিমা হাসি।
গন্ধ বিহীন মালতী কিংশুক
শুষ্ক কুসুম রাশি।
দিগন্ত ব্যাপিয়া গায়িল কোকিল
মধুর মধুর তানে।
ভ্রমর আকুল হইয়া ধাইল
মত্ত মধু পানে।
হৃদয়-সরোজে না বসে ভৃঙ্গ
মধুর মধুর গুঞ্জে।
বৃথা বন আমোদি কুঞ্জ কুটীর
বিবিধ প্রসূনে রঞ্জে।

৩৫

রাতুল চরণ ধরিয়া।

মিশ্র কীর্ত্তন—একতালা।

কত যে যাতনা পাই দিবা নিশি
স্বপ্ত মুগ্ধ হইয়া,
অকুল পাথারে ভাসি গো আঁধারে
দিবস যামিনী কাঁদিয়া।
তোমার কুলের নাহিক কিনারা
হরি রহি বল কি ধরিয়া,
বলে দাও মোরে কোন্ দিকে যাই
অধীনে করুণা করিয়া।
অকুলে যদি দাও তুমি কুল
অনুকুল নাথ হইয়া,
অনাথে সনাথ হও ওগো নাথ
হৃদয় কমলে-বসিয়া।
শীতল হইবে তাপিত হৃদয়
তোমার করুণা লভিয়া,
অকুলেতে পার অনায়াসে হ'ব
রাতুল চরণ ধরিয়া।

৩৬

আত্ম সমর্পণ।

পরজ-ভৈরবী—একতালা।

সুখে দুখে দিন যা'বে।
যখন এসেছ হে ভবে
জানিনা কি হ'বে
—পাইব তোমারে কবে ?
সুকাজ, সুখ্যাতি
কুকাজ, অখ্যাতি
না জানি ভালে কি হ'বে।
তুমি যা' করা'বে
তাহাই ঘটিবে
দোষগুণ তোমারই র'বে।
"আমি" "আমি" করি
বুঝিবারে নারি
"আমি" "তুমি" না—"তুমি" "আমি" হ'বে।

৩৭

আশঙ্কা।

মিশ্র পুরবী—ত্রিতালী।

কি হ'বে কি হ'বে,
প্রভো ভয়ে মরি ভেবে।
দেহ ক্রমে ক্ষীণ,
আয়ু হ'ল হীন,
বৃথা যাওয়া আসা বুঝি ভবে॥
যৌবন গরব ভেবে দেখ মন,
সে দেহ এখন রিপুর মতন—
ছিলে হে সক্ষম, এখন অক্ষম
অতি জরাজীর্ণ এবে॥
হ'য়ে দৃষ্টিহীন
(এবে) দীন হতে দীন,
অধীনের কটা দিন কেমনে কাটিবে,
করহে উপায়,
আমি নিরুপায়,
কেমন দয়াময় তুমি এবে জানা যাবে॥

৩৮

সাধের বাঁধন

ইমন-পূরবী—একতালা।

আর কত দিন রাখ্‌বে বল
ভাঙ্গা ঘরে দিয়ে তালি।
দেহের বাঁধন খুল্‌ল রে মন
হরি ব'লে দাও না তালি।
হ'ল যে গো জীবন ফর্‌সা
কর মিছে কিসের ভরসা,
ময়লা মাটি মনে পোরা
কর্‌নারে মন সে সব খালি।
যা'রা তোমার নয়ন তা'রা
পলে যা'দের হও হে হারা;
তা'রা মায়ার দড়ি দিয়ে
সাধের বাঁধন দিচ্ছে খালি।

৩৯

উপায় আমার করহে।

মিশ্র-ইমন—যৎ।

আমি—বিভোর নেশায়, দম্ ছুটে যায়,
আমার উপায় কর হে।
মাতাল দেখে ছয় বেটাতে
ভবের ঘোরে ঘোরায় হে॥
এরা চ'খ্ যে রাঙ্গায়
কাজ সেরে নেয়,
গুলিয়ে আমায়
ভুলিয়ে হে।
নাইক সরম্, ধরম্ করম
গেছে আমার সকল হে॥
ঘরে ফেরার সময় হ'ল
আমি—কোন্ পথেতে ফিরি হে।
আমি নেশার ঝোঁকে
পড়ি ট'লে
সামাল্ দিতে নারি হে॥

আমার কাটাও নেশা,
কেবল আশা
দীনবন্ধু তোমার হে।
তুমি আঁধার রাতে
জ্বালিয়ে বাতি
উপায় আমার কর হে॥

৪০

নাম মাহাত্ম্য।

গৌরী—আড়া।

বিশ্ব মঙ্গল কীর্ত্তনে—

দীপ্ত তপন চন্দ্র তারকা
গাহে গো সকলে গগনে।
কুলু কুলু তান
জাহ্নবীর গান
তোমার বিশ্ব ভবনে ;
ফুটিছে কুসুম
ছুটি'ছে গন্ধ
তোমারি পূজার কারণে।
ওই দ্বিজ কুল
হইয়া আকুল
ডাকি'ছে তোমারে সঘনে,
শ্রীমঙ্গল দ্বার খোলহে তোমার
দাওহে শরণ চরণে।

৪১

কাল ভয় নাশম্

খাম্বাজ-ভৈরবী—একতলা।

ভাওয়ে বংশীবট
ভাওয়ে যমুনাতট,
ভাওয়ে মুরারি সুবেশম্,
নিরুপম রূপ
ব্রজধাম ভূপ,
মৃদু মৃদু মঙ্গল হাসম্।
রাতুল চরণ
শমন দমন
করুণা অরুণ বিকাশম,
নবীন নীরদ
মদন বিনোদ
গোপীকাকুল হৃদয়েশম।
মাধব, মোহন,
নীলিমা বরণ
নীলমণি জ্যোতিঃ প্রকাশম,
শিরপরে মুকুট
কিবা নবছটা—
পীতাম্বর বিভাসম্।

নীপ তরুতল
নির্ম্মল যুগল
গুণালঙ্কৃত বিশেষম ;
মরণ সঙ্কট
নিকটে প্রকট,
বিকট কাল ভয় নাশম ।

৪২

পাবনা তারে কি হায়।

বেহাগড়া মিশ্র কীর্ত্তন—ত্রিতালী।

কেবা ওই নেচে নেচে যায়
গায় হরিনাম ;
পুলকে পুরিত ভূবন মোহিত—
(হেরি) মদন মোহন ঠাম।
আঁখি বারি ঝরে,
নাচে প্রেম ভরে
ভুলেছে সে আপনায় ;
প্রলাপ বিলাপ,
গানেতে আলাপ
করে সে প্রেম মদিরায়।
এ হেম মূরতি
জগজন পাত
ধূলি ধূসরিত কায় ;
বিকাইতে পায়
প্রাণ মম চায়,
পাব না তা'রে কি হায়।

৪৩

পুরুষ ও প্রকৃতি।

মিশ্র বেহাগ—একতালা।

মৃদুল মধুর ললিত হাস
বদন চন্দ সুষমা রাশ
জিনিল তনু দামিনী ;
হরিণ নয়না ক্ষীণ কটি,
পীঙ্কন চারু নীলিমা ধটী,
উরু গুরু, ভীরু কিবা গজ গামিনী !
ললিত যুগল কুচ রুচ,
উজল কনক শিখর উচ,
মদন মোহন মনমোহিনী।
ভাবে ঢল ঢল কিশোরী রাই,
বিশ্বে তাহার তুলনা নাই,
বিহার-রঙ্গে রঙ্গিনী।
নীলিম গগনে চন্দ্রিকা হাসি,
তারা মালা সহ পড়িল খসি',
লুকা'ল চরণ নখর কোণে।
মরি শ্যামাঙ্গে মিশিল
শ্যাম—বিনোদিনী।

* * *

৪৪

প্রেম ভিক্ষা।

মিশ্র পিলু—যৎ।

গাহিতে ব'লনা গান—
আমি যে গো জানিনা ;
সাধনার সুরে আমি
কখনও ত' সাধিনা।
যে গানে কামিনী কুল,
ত্যজি' অনায়াসে কুল
আপনা হারা'য়ে সবে
জুড়াইল যাতনা ;
যে গানে মজা'ত কালা
ব্রজ কুল ললনা—
সে গান গাহিতে সখি
আমি ত গো জানিনা।
প্রাণে প্রাণে ভালবাসি,
গোপনে গোপনে আসি,
প্রেম-ফুল রাশি রাশি
পরাইব বাসনা।
শিখিনি গাহিতে গান,
শিখেছি গো দিতে প্রাণ,

তুমি কি আমার সখি,
তুমি কি গো হ'বেনা ;
তোমার হয়েছি আমি,
হ'বে কি আমার তুমি,
করে ধ'রে সাধি আমি
প্রাণ খুলে ব'লনা ;
ও আমার প্রেম-রাণি,
তুমি গো প্রেমের খনি,
হৃদয়ের উপহার
লহনা গো লহনা,
জুড়াক্ সকল জ্বালা
দূরে যাক্ যাতনা।

৪৮

দাসী।

বেহাগ—আড়া।

(বুঝি) কুঞ্জে এল শ্যাম।
(তাই) গাইল সুখে শুকসারি
মা'ত্‌ল গোপীর প্রাণ ॥
বাঁশীর সুরে জগত ভরে
ব'য় যমুনা উজান ভরে
এম্‌নি প্রেমের টান্‌।
আয় আয় দেখে আসি
চিদাকাশের কালশশী
তাঁর চরণে হ'ব দাসী
দিয়ে মন প্রাণ ॥

৪৯

নামের নাহিক তুলনা।

টৌড়ী-ভৈরবী—একতালা।

আমি—ধ্যান ও ধারণা করিতে পারিনা,
তা' বলিয়া নাথ দেখা কি পাবনা—
দাওহে নয়ন, হেরি শ্রীচরণ
নতুবা যে প্রভো বাঁচিনা॥
ভকতি শকতি বঞ্চিত আমি
কি গুণে তরিব বলনা,
কলুষ-পূরিত হৃদয় আমার
জড়িত পাপ-কামনা॥
তোমারে সাধিতে ভুলিনু দীনেশ
বিফল সকল সাধনা,
তরিব তথাপি তোমারি নামেতে
নামের নাহিক তুলনা॥

৫০

অতুল্যা।

দেশ-মিশ্রিত কীর্ত্তন—একতালা।

ও রাই তুমিত প্রেমের মূল।
আমার মূরতি এঁকেছ হৃদয়ে—
ভেঙ্গেছে আমার ভূল।
তুমি গোকুলের কূলে
আপনা ভুলিলে
ত্যজিলে প্রথমে কুল।
নয়ন-আসারে
নিশির শিশিরে
গাঁথিলে যতনে ফুল।
তবে—মাধবীর তলে
দাও মালা গলে
নাহিক তোমার ভূল—
ভবে—না হেরি তোমার তুল॥

৫১

নব সাধ।

কীর্ত্তন—একতালা।

আমার মরা ত হ'লনা।
মরিবার সাধে ঘটিল যে বাদ
কি হ'বে গো সখি বল না।
যদি শ্যাম রায়
আসে পুনরায়—
প্রাণ যদি রয়, দেখা যদি হয়,
দিবস যামিনী—এইত ভাবনা।
মরিলে দেখা আর ত হ'বেনা,
মনেতে রহিবে মনের বেদনা
পরাণের সাধ পরাণে মিলা'বে
বলিবার কথা বলা ত হ'বেনা।
হয়েছে বিগত শতেক বছর
তথাপি আসিবে আমার নাগর,
শীর্ণ দেহে হ'বে যৌবন সঞ্চার
তরুলতা ফুল শুকা'য়ে রবেনা।
ব্রজের বিপিনে বাঁশরী বাজিবে
শুক সারি শিখি নাচিবে গাহিবে,
আবার যমুনা উজানে বহিবে
অন্তর্হিত হ'বে অন্তর-যাতনা।

৫২

প্রীতির আগুন ।

কীর্ত্তন-খাম্বাজ—একতালা ।

সখি, আমার করম ফেরে—
চাঁদিমা শালিনী এ মধু যামিনী
বঁধূ গেল যে পরের ঘরে ।
সখি, শুন গো মরম কথা—
ভাবিয়া আপন করিনু যতন
মোরে দিল সে অশেষ ব্যথা !
প্রাণে সহে কি এমন জ্বালা,—
ক'রে নাগরালি—এত চতুরালি
ছি ছি এমন নিঠুর কালা !
সখি, ডুবিব যমুনা জলে—
মরিয়া বাঁচিব, আর না করিব
আমি পিরীতি গো কোন কালে !
সখি, পিরীতি বিষম জ্বালা—
পিরীতির বিষে জ্বলিয়া মরিনু
আমার রিষ বিষে দেহ কালা !
সখি, সহিব কেমন ক'রে—
আমার রতনে রাখিনু গোপনে
ছলে হরণ করিল পরে !

৫৩

ঝরা ফুল।

ঝিঝিট-খাম্বাজ—একতালা।

বসেছিলাম আপন মনে
　　জ্বেলে দিয়ে আশার আলো,
আশার আশে সব ফুরা'ল
　　সুখের আলো নিবে গেল।
ফুটেছিল দিনেকের তরে,
　আতপ তাপে শুকিয়ে গেল—
　ফুলের দল গেল ঝ'রে,—
　গন্ধছিল—গন্ধ-বহ
　　তা'ও নিল হরে!
এখন কেমন ক'রে
　　নয়ন জলে—
বিষাদ-মালা গাঁথি বল!

৫৪

বিচ্ছেদ পরশে।

মিশ্র কীর্ত্তন—একতালা।

বিষাদ-ঘন বরষে।
সরোষে পবন বহে সনসন
চমকে নয়ন তরাসে।
রাই মুখ-ইন্দু সুধার সিন্ধু
বিরহ-রাহু গরসে ;
কম্পিত থর থর, কালিম কলেবর
অধীর বিচ্ছেদ পরশে।
কঠিন কুটীল, অন্তরে গরল
সঁপিলি প্রাণ কি ভরসে ?
বিধিমতে জানি বিপথ গামিনী
করাইল মাধব তোঁহে ;
বচন রসালে কানু মজালে
ভুলাইল যাদুকর মোহে।
কাহে সই ব্যাকুল খোয়ায়িলি কুল
না মিলি' তাঁক দরশে ;
কেতকী কুসুম কণ্টকে যেমন—
ভৃঙ্গ নাশে সরস বাসে।

৫৫

একাকার।

খট্—খং।

আমার ভুল ভেঙ্গে দাও হরি,
আমি মানস পটে তোমায় হেরি ;
তত্ত্ব খুঁজ্‌তে হ'লাম মত্ত
খেয়া হারিয়ে মরি ;
মূল তত্ত্বে মূলাধার
জ্যোতির্ম্ময় একাকার—
সাকার কি নিরাকার
বুঝিতে না পারি।

৫৬

বিশ্বরূপ।

বৃন্দাবনী সারং—একতালা।

আমি দেখিতে না পাই খুঁজিয়া বেড়াই
আলোক আঁধারে তোমারে।
এত আছ কাছে, ধাই পাছে পাছে
তবু না পারিনু ধরিবারে।
নয়নের ধাঁধা যেন দেয় বাধা
আছহে প্রভো ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে;
ছুটে ছুটে যাই খুঁজিয়া না পাই
দাও দেখা নাথ আমারে।

সমাপ্ত।